মেহেরপুরের নবাগত ডিসি মো: শামীম হাসান

মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হলেন মো: শামীম হাসান। তিনি জননিরাপত্তা বিভাগের উপসচিব ছিলেন।

রাস্ট্রপতির আদেশক্রমে উপসচিব ভাস্কর দেবনাথ বাপ্পি স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে এই আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া শেরপুর, জামালপুর, মুন্সীগঞ্জ, রংপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ ও চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসককে বদলি করা হয়েছে।

মেহেরপুর দারুস সালাম ক্লিনিকের মালিক ডা. সালাম জেল হাজতে

ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃতুকে কেন্দ্র করে আদালতের স্বপ্রনোদিত মামলায় মেহেরপুর দারুসসালাম ক্লিনিকের মালিক ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সালামকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য় কোর্টের বিচারক মো: তরিকুল ইসলামের আদালতে জামিন আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক তার জামিন না মুঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সালাম মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের অবসরপ্রাপ্ত আরএমও (গাইনী চিকিৎসক)।

জানা গেছে, চলতি বছেরর ২২ জানুয়ারি সন্ধ্যায় মুজিবনগর উপজেলার ঢোলমারী গ্রামের মিলন হোসেনের স্ত্রী সুমাইয়া খাতুন দারুসসালাম ক্লিনিকে ভর্তি হন। রাত ১০টার দিকে ক্লিনিকের মালিক ডা.

মোহাম্মদ আব্দুস সালাম অপারেশন শুরু করেন। তিনি একাই এনেসথেসিয়ার কাজ করেন। অপারেশন টেবিলেই সুমাইয়ার মৃত্যু হয়।

এই ঘটনায় স্থানীয় মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকাতে সংবাদ প্রকাশিত হলে মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এসএম শরিয়ত উল্লাহ বিষয়টি আমলে নিয়ে স্বপ্রনোদিত মামলাটি করেন। মামলায় মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এএসপি আজমল হোসেনকে তদন্তের নির্দেশ দেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১৪

মেহেরপুর সদর থানা ও গাংনী থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার বিশেষ অভিযানে বিভিন্ন মামলার ১৪ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে মাদক মামলার ৬ জন, চুরির মামলায় ৩ ও ১৫১ ধারায় ১ জন আসামি গ্রেফতার করেছে। এছাড়া গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে মাদক মামলায় ১ জন ও চুরির মামলায় ৩ কিশোরকে গ্রেফতার করেছে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে রবিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময় আজ সোমবার (১০ জুলাই) ভোররাত পর্যন্ত পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামিদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ সোমবার (১০ জুলাই) বেলা ১১ টার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় পৃথক দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

আলমডাঙ্গা উপজেলায় দুটি পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে থানা পুলিশ।

গতকাল রবিবার দুপুরে জেহালার পুটিমারী এলাকা থেকে জলিল মিয়া (৩৫) ও কালিদাসপুর দক্ষিণপাড়ার শফিউল্লাল (৫৬)কে আটক করা হয়।

আটক মাহাবুল হক নাগদাহ ইউনিয়নের নাগদাহ মাঝের পাড়ার মৃত মতলেব মন্ডলের ছেলে ও শফিউল্লাল কালিদাসপুর ইউনিয়নের দক্ষিণপাড়ার মৃত জালাল উদ্দীনের ছেলে। এসময় জলিল মিয়ার কাছ থেকে ৫৬ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ও শফিউল্লাল’র কাছ থেকে ২০ পিস এ্যাম্পুল বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশন জব্দ করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ ২ মাদক ব্যবসায়ীকে আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আটক করা হয়।

এসময় তাদের কাছ থেকে ৫৬ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ও ২০ পিস এ্যাম্পুল বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশন জব্দ করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা হয়েছে।

মেহেরপুর শহরে পুলিশের অভিযান ৭ জন আটক

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে মাদক সেবি, মাদক বিক্রেতা ও চুরির মামলার মোট ৭ আসামি আটক হয়েছে।

গতকাল রবিবার দিবাগত রাতে মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এদের আটক করা হয়েছে।

আটকরা হলেন, ৭ নং ওয়ার্ড মিয়াপাড়া এলাকার মৃত আব্দুল্লাহর ছেলে মিকাইল ইসলাম (২৯), ৫ নং ওয়ার্ড ক্যাশবপাড়া এলাকার মৃত সুমন মন্ডলের ছেলে খাজা মইনুদ্দিন মুহিত (২২), ১ নং ওয়ার্ড নতুনপাড়া এলাকার আনারুল ইসলামের ছেলে শাকিব (২২), ৭ নং ওয়ার্ড মিয়াপাড়া এলাকার মৃত লুৎফর রহমানের ছেলে নবী (৪৫), ২ নং ওয়ার্ড হালদারপাড়া এলাকার মৃত মধু হালদারের ছেলে কৃষ্ণ হালদার, ৭ নং ওয়ার্ড ফৌজদারী পাড়া এলাকার শিহাব হোসেনের ছেলে স্বাধীন (২৩) ও ৮ নং ওয়ার্ড পুরাতন বাসস্ট্যান্ড পাড়ার মোশররফ হোসেনের ছেলে তারেকুজ্জামান জুয়েল (৪৫)।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এদের আটক করেন।

ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, শহরের আইন শৃংখলা ভাল রাখতে ও মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। আটক আসামির মধ্যে ৪ জন মাদক সেবি ও বিক্রেতা এবং বাকীরা পেশাদার চোর।

আটকদের রাতেই মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ডোপ টেষ্ট করা হয়েছে। আজ সোমবার (১০ জুলাই) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

মেহেরপুরে আইনশৃঙ্খলা, চোরাচালান ও মানবপাচার প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে পৃথকভাবে জেলার মাসিক আইন শৃঙ্খলা, চোরাচালান ও মানবপাচার প্রতিরোধ কমিটির সভা আজ রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল

আলম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লিউজা-উল জান্নাহ, জেলা আনসার কমান্ড্যান্ট সাহাদাত হোসেন, মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার,জেল সুপার মনির হোসেন,জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনিমেষ বিশ্বাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনীর,জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর উপ-পরিচালক কাজী কাদের মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি, মেহেরপুর জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য, মেহেরপুর জেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, মেহেরপুর সরকারি কলেজের উপাধক্ষ্য প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক, মেহেরপুর জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নীলা হাফিয়া মেহেরপুর পৌরসভার কাউন্সিলর রোকসানা কামাল রুন প্রমূখ।

মাসিক আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভায় মাদক নিয়ন্ত্রনে কঠোর আইন প্রয়োগ, বাল্য বিবাহ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, যানজট নিরসন ও পুলিশ সদস্যদের নিয়মিত টহল আরো জোরদার সহ নানা দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে রবিবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান এর সভাপতিত্বে জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক কার্যক্রম পর্যালোচনা, মাদকদ্রব্য ও চোরাচালান নিরোধ, অনিষ্পন্ন চোরাচালান মামলার

নিষ্পত্তি ত্বরান্বিতকরণ, সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ, মানব পাচার প্রতিরোধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা, সড়কের শৃঙ্খলা, ফুটপাত হকারমুক্ত ও দখলমুক্ত, দ্রব্যমূল্য সহনশীল, সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়।

উক্ত সভায় আরোও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল মামুন, চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন সাজ্জাৎ হোসেন, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু, চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা আইসিটি) কবির হোসেন, চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বৃন্দ সহ জেলার বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানগণ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ এবং মিডিয়া ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গার আইলহাঁসে পুকুরে ভেসে উঠলো কিশোরের রক্তাক্ত লাশ; আটক ২

আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাঁস গ্রামের পুকুরে গোসল করতে নেমে জীবন কুমার বদি (১৩) নামে এক কিশোরের মাথায় আঘাত করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। শিশুটির মাথা ফেটে রক্তাক্ত জখম হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১১ টায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে স্থানীয়রা জানান। জীবন কুমার বদি চৌগাছা উপজেলার পুড়পাড়া গ্রামের শ্রী বিকাশ কুমারের ছেলে। সে পুরোপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র। কিশোর জীবন হত্যার ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুই কিশোরকে আটক করেছে পুলিশ।

আটকৃত দুই কিশোর রায়লক্ষীপুর গ্রামের বশির উদ্দীনের ছেলে শাকিল
(১৫) ও সমির হোসেনের ছেলে সিয়াম (১৪)।

পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানাযায়, ঈদের ছুটিতে জীবন কুমার বদি

উপজেলা আইলহাঁস ইউনিয়নের রায়লক্ষীপুর গ্রামের মাসি সুচরিতার বাড়িতে বেড়াতে আসে। শনিবার সকালে মুশলধারায় বৃষ্টি হওয়ায় মাসির ছেলে সৌরভের সাথে ফুটবল খেলতে যায় শিশু জীবন। খেলা শেষে এলাকার ছেলেদের সাথে আইলহাঁস-রায়লক্ষীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পুকুরে গোসল করতে নামে তারা। জীবনের ভাসমান লাশের খবর পেয়ে মাসি সুচরিতা সহ পরিবারের লোকজন ছুটে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে। পুকুর থেকে তুলে তার মাথায় রক্তাক্ত জখম দেখে।

স্থানীয়রা জানান, গতকাল শনিবার সকালে বৃষ্টির পানিতে আইলহাঁস গ্রামের কয়েকজন ছেলে ওই গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ফুটবল খেলছিলো। খেলা শেষে পাশের পুকুরের গোসল করতে যায়। হঠাৎ দুর থেকে দুর্বৃত্তরা ইট ছুড়লে কিশোর জীবনের মাথায় লাগলে সে পানিতে রক্তক্ষরণ হয়ে মারা যায়। গোসল করে অন্যান্য ছেলেরা উপরে উঠলে জীবনের মৃত ভাসমান লাশ দেখতে পায় তারা।

প্রত্যক্ষদর্শী নিহত জীবনের মাসির ছেলে সৌরভ জানায়, আইলহাঁস-রায়লক্ষীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্য থেকে ইট জাতিয় বস্তু তার মাথার উপরে পড়ে। পড়তেই সে পানিতে ডুবে যায়। আমরা পানি থেকে উপরে উঠতেই জীবনের ভাসমান লাশ দেখি।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, কয়েকজন বাচ্চারা পুকুরের পানিতে গোসল করছিল। এসময় জীবন কুমার নামে শিশুটি অনেকক্ষন পানি থেকে না উঠলে খোজাখুজি করা হয়। এরপর শিশুটির মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা। শিশুটির মাথায় আঘাতের চিহ্ন আছে। পুকুরের পানির মধ্যে কিছু আছে নাকি কারোর কোন আঘাতের মৃত্যু হয়েছে এটা নিশ্চিত বলা যাচ্ছেনা। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসলেই বলা যাবে। এঘটনায় কয়েকজন শিশুকে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

মেহেরপুরে চুরির অভিযোগে দুই

যুবক গ্রেফতার

মেহেরপুরে ২৪ ঘন্টার অভিযানে চুরির মামলায় ২ জনকে গ্রেফতার করেছে সদর থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন মেহেরপুর শহরের চক্রপাড়া এলাকার আব্দুল জলিলের ছেলে মুন্না মিয়া (২০) ও স্টেডিয়ামপাড়ার আনসার আলীর ছেলে আনিছুর রহমান (২১)।

দুজনের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগে সদর থানার মামলা নং ৫, তারিখ ০৭/০৫/২৩ ইং, ধারা ৪৫৭/৩৮০/৪১১।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সুমন সঙ্গীয় ফোর্সসহ গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে অভিযান চালিয়ে আনিছুর রহমান ও মুন্না মিয়াকে গ্রেফতার করেছেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ শনিবার (৮ জুলাই) বেলা ১১ টার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রকৌশলী আবু হেনা ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে কুষ্টিয়া সওজের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল এবং তার স্ত্রী ডা. জোবাঈদা শাহনূর রশীদের বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। প্রায় সাড়ে ১০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ ও সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে এই মামলা হয়।

মামলার আসামি মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল বর্তমানে কুষ্টিয়ার সড়ক ও জনপথ বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত এবং

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা গ্রামে সন্তান। এর আগে তিনি সিরাজগঞ্জ সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ছিলেন। আর তার স্ত্রী ডা. জোবাঈদা ঢাকার সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগের প্রভাষক।

বৃহস্পতিবার (৬ জুলাই) দুদকের পাবনা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে সংস্থাটির উপ-পরিচালক মো. খায়রুল হক বাদী হয়ে মামলা দুটি করেন।

মামলার এজাহারে বলা হয়, অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ প্রাথমিক অনুসন্ধানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দুদক থেকে ২০২২ সালের ২৩ জুন তার বিরুদ্ধে সম্পদ বিবরণী দাখিলের আদেশ জারি করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ওই বছরের ১৬ আগস্ট পাবনা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে সম্পদ বিবরণী দাখিল করেন আবু হেনা মোস্তফা কামাল।

এজাহারে আরও বলা হয়, সম্পদ বিবরণীতে মোস্তফা কামাল স্থাবর ও অস্থাবর মিলিয়ে দুই কোটি ২১ লাখ ৯৮ হাজার ৩৯২ টাকার সম্পদের হিসাব দেন। কিন্তু দুদকের অনুসন্ধানে মোট তিন কোটি ১৩ লাখ ১১ হাজার ৪৭৩ টাকা সম্পদের তথ্য প্রমাণ মেলে। অর্থাৎ এখানে তার দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ৯১ লাখ ১৩ হাজার ৮১ টাকার সম্পদের তথ্য গোপন করেছেন।

এছাড়া আবু হেনা মোস্তফা কামাল স্ত্রীকে দানসহ পারিবারিক ও অন্যান্য ব্যয় হিসাব করলে দুদকের অনুসন্ধানে মোট সাত কোটি ৮৫ লাখ ৯৬ হাজার ৭৬০ টাকার সম্পদের তথ্য পাওয়া যায়। যার মধ্যে গ্রহণযোগ্য আয় এক কোটি ৫০ লাখ ৯২ হাজার ২৬৭ টাকা বাদ দিলে ছয় কোটি ৩৫ লাখ ৪ হাজার ৪৯৩ টাকার সম্পদের উৎস দেখাতে পারেননি তিনি। যা জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে দুদকের কাছে প্রমাণিত হয়।

এজাহারে আরও বলা হয়, একই সঙ্গে অবৈধ ওই সম্পদের মধ্যে আবু হেনা মোস্তফা কামাল তার মায়ের দানকৃত ছয় কোটি ২০ লাখ টাকা তার আয়কর নথির ২০০১-২০০২ করবর্ষ থেকে ২০০৬-২০০৭ করবর্ষ পর্যন্ত প্রদর্শন করেছেন। উক্ত টাকা থেকে তিনি তার স্ত্রী ডা. জোবাঈদা শাহনূর রশীদকে বিভিন্ন সময়ে দুই কোট ৭০ লাখ টাকা দান করেন। যা তাদের উভয়ের আয়কর নথিতে গ্রহণ ও প্রদানের বিষয়টি প্রদর্শিত রয়েছে।

এজাহারে বলা হয়, তদন্তের সময় সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, আবু হেনা মোস্তফা কামাল ঘুস ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয়কে স্থানান্তর, হস্তান্তর, রূপান্তরের মাধ্যমে বৈধতা

দানের জন্য অসৎ উদ্দেশ্যে প্রথমে তার মায়ের আয়কর নথিতে প্রদর্শন করেন। পরবর্তীতে তা দান হিসেবে নিজের আয়কর নথিতে প্রদর্শন করেন। এরপর উক্ত দান করা টাকার মধ্য থেকে তার স্ত্রী ডা. জোবাঈদা শাহনূর রশীদকে দান করেন এবং স্ত্রীর নামে সম্পদ অর্জন করেন। যা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এজাহারে আরও বলা হয়, এর মাধ্যমে দুদকের কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে, ঘুস ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ আয়কে বৈধতা দানের চেষ্টা করেছেন তারা। যেখানে স্ত্রী হিসেবে জোবাঈদা তার স্বামীকে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেন। এ কারণে মামলায় ডা. জোবাঈদাকে প্রথম আসামি ও স্বামী মো. আবু হেনা মোস্তফা কামালকে দ্বিতীয় আসামি করা হয়েছে।

অন্যদিকে দুদকে দাখিল করা সম্পদ বিবরণীতে স্থাবর-অস্থাবর মিলিয়ে মোট দুই কোটি ৪০ লাখ ১৭ হাজার ৭৩১ টাকার সম্পদের তথ্য দেন ডা. জোবাঈদা শাহনূর রশীদ। অনুসন্ধান বা যাচাইকালে তার নামে মোট দুই কোটি ৪৪ লাখ ৬২ হাজার ৩১ টাকার স্থাবর সম্পদের তথ্য পাওয়া যায়। অর্থাৎ তিনি চার লাখ ৪৪ হাজার ৩০০ টাকা সম্পদের তথ্য গোপন করেন।

দুদক অনুসন্ধানে আরও দেখতে পায়, ডা. জোবাঈদার নিট সম্পদ, পারিবারিক ও অন্যান্য ব্যয়সহ চার কোটি ২৬ লাখ ১০ হাজার ৫০৯ টাকার সম্পদের তথ্য পাওয়া যায়। এরমধ্যে তার গ্রহণযোগ্য আয় এক কোটি ৫২ লাখ ১২ হাজার ৫৭ টাকা বাদ দিলে দুই কোটি ৭৩ লাখ ৯৮ হাজার ৪৫২ টাকার জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পদ অর্জনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। যার মধ্যে দুই কোটি ৭০ লাখ টাকা তার স্বামী আবু হেনা মোস্তফা কামাল থেকে দান সূত্রে প্রাপ্ত। তাদের উভয়ের আয়কর নথিতে উক্ত দান গ্রহণ ও প্রদানের বিষয়টি প্রদর্শিত রয়েছে।